Volume 25 : 2022-2023
Journal of Philosophy and the Life-world
Vidyasagar University Midnapore 721102 WB

দর্শনের শুশ্রূষা, ভাষার বিচরণ: হ্বিটগেনস্টাইনের আলোকে কিছু ভাবনা

Purbayan Jha
Assistant Professor
Department of Philosophy, University of Gour Banga

সংক্ষিপ্তসার

Ludwig Wittgenstein তাঁর *Tractatus Logico-Philosophicus* এবং *Philosophical Investigations* গ্রন্থে ভাষা কিভাবে জগতের সাথে সম্পর্কিত তা নিয়ে ভীষণ মৌলিকভাবে দার্শনিক অনুসন্ধান করেছেন। *Tractatus* গ্রন্থে যৌক্তিক কাঠামোর ওপরে দাঁড়িয়ে ভাষা কিরূপে জগতকে প্রতিভাত করে তা দেখিয়েছেন। আবার *Investigations* গ্রন্থে ভাষার একটা ক্যানভাস তিনি এঁকেছেন যেখানে তিনি ভাষার উপযোগ বা ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে ভাষা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে তার রূপরেখা দিয়েছেন। ভাষাক্রীড়া (language-game)-র ধারণার দ্বারা দর্শনের একটা বৃহত্তর ছবি হ্বিটগেনস্টাইন এঁকেছেন, সাথে এটাও প্রতিষ্ঠার প্রয়াস আছে যেখানে দার্শনিক প্রশ্নের সমাধানকে অসুখের শুশ্রূষার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে হ্বিটগেনস্টাইনের এই অনন্য দর্শনের এই দিকটি কিছুটা আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষা জীবন পায় ব্যবহারের দ্বারা, ব্যবহার হওয়ার জন্য এসেছে form of life-এর ধারণা, বহুধা তার বিস্তার। আমরা দেখার চেষ্টা করব কিভাবে ভাষা তার বিচরণের মধ্যে দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, সাথে এটাও অনুসন্ধানের চেষ্টা করব হ্বিটগেনস্টাইনের দর্শনচিন্তা কিভাবে আমাদের ভাষার সীমাবদ্ধতা এবং মায়াজাল সম্পর্কে অবহিত করে।

বীজশব্দঃ অর্থ (meaning), ভাষা-ক্রীড়া (language-game), জীবন যাপনের আকার (form of life), অসুখ (illness), শুশ্রূষা (therapy)

আমরা যে ভাষায় কথা বলি তার মধ্যে সবসময় যে স্পষ্টতা থাকবে তা হয় না। তবুও আমরা বলি, মনের ভাব প্রকাশের জন্য ভাষার বিকল্প কোথায়! দর্শন চর্চার মধ্যে একটা বড় সমস্যা হল এটাই যে আমাদের দৃষ্টিতে যা কিছু ধরা পড়ে আমরা ভেবে নিই তার গভীরে নিশ্চয় আরও কিছু

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

লুকিয়ে রয়েছে। আত্মমগ্নতা দার্শনিকের কাছে হয়ত স্বাভাবিক একটা চাহিদা। তবে বিংশ শতকে পাশ্চাত্যের দর্শনে একটা বড়সড় পরিবর্তন এল যা আমরা জানি অনেকটাই, সাথে এটাও জানি যে ভাষা সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। ভিয়েনা সার্কেল থেকে একধরনের মত উঠে এসেছিল যেখানে philosophy যে একটা অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছে সেটা মেনে নেওয়া হল। সেই সঙ্কট কাটিয়ে philosophy আবার কিভাবে তার গুরুত্ব ফিরে পাবে সেই বিষয়ে বিভিন্ন মত উঠে এসেছিল, তবে বিজ্ঞানের সাথে অনেকটা কাছাকাছি সম্পর্কে আনার কিছুটা প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে কি তাহলে philosophy তার মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলছিল? এই প্রশ্নটাও কিন্তু আমাদের ভাবাতেই পারে।

সাধারণ যে ভাষায় আমরা কথা বলি তার মাধ্যমে কি দার্শনিক সমস্যার সমাধান হতে পারে? নাকি তার জন্য অন্য কোন যৌক্তিক বা আদর্শ ভাষার প্রয়োজন? এই নিয়ে দার্শনিকেরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন। ভাষা বিশেষত বিংশ শতকের দর্শনে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে। ফ্রেগের কাছে আমরা শিখেছি কিভাবে sense এবং reference সম্পর্কিত, রাসেল শিখিয়েছেন নাম এবং বর্ণনার প্রকারভেদ। এই প্রবন্ধে সেইসব বিষয়ে না গিয়ে Ludwig Wittgenstein-এর দর্শনে ভাষার স্থান কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁর দর্শনে ভাষা ও অর্থের সম্পর্ক কিভাবে দাঁড়িয়ে আছে, ভাষার সীমাবদ্ধতা কিভাবে অর্থকে প্রভাবিত করে এই দিকগুলো কিছুটা অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

এখানে আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা তুলে ধরা যে, হ্বিটগেনস্টাইন কিভাবে ভাষাকে একটা মাধ্যম হিসেবে নিলেন নতুন কোন theory তৈরির জন্য নয়, বরং এটা উপলব্ধির জন্য যে আমাদের তাত্ত্বিক বা দার্শনিক প্রশ্নগুলির সমাধান আসলে লুকিয়ে রয়েছে ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার মধ্যে। তাঁর প্রথম পর্যায়ের দর্শন অর্থাৎ *Tractatus Logico-Philosophicus*-এ আমরা ভাষা ও জগতের মধ্যে যৌক্তিক সম্পর্ক দেখতে পাই। তবে এখানেও একটি বিষয় মাথায় রাখা দরকার, তা হল নৈতিকতা, যার কথা হ্বিটগেনস্টাইন স্বয়ং বলেছেন। Tolstoi, Schopenhauer-এর প্রভাব কিছুটা তাঁর এই পর্যায়ের দর্শনে পড়েছিল। তিনি বলছেন তাঁর দর্শনের উদ্দেশ্য আসলে নৈতিকতার মধ্যেই নিহিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা এই প্রসঙ্গে তিনি তুলে ধরছেন, আমাদের আমাদের ভাষার সীমা আসলে আমাদের চিন্তার সীমাকেই বোঝায়। সেই কারণে *Tractatus* গ্রন্থের শেষে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন যে, যেখানে আমাদের কথা পৌঁছয় না বা যা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি না সেখানে আমাদের নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয়। সুতরাং একটি বিরাট নৈতিক শিক্ষা তাঁর এই ভাষাদর্শনের মধ্যে আমরা পাই।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভাষা ও জগৎঃ Tractatus Logico-Philosophicus-এর দৃষ্টিতে

Tractatus Logico-Philosophicus গ্রন্থটি দর্শনের জগতে একটা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে তার মৌলিকত্বের জন্য। এখানে লুডভিগ হ্বিটগেনস্টাইন যেন aphorism-এর আকারে ভাষাদর্শনের এমন একটা দিক উন্মোচন করেছেন যা হয়ত ফ্রেগে এবং রাসেলের দ্বারা কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছে, কিন্তু একটা মৌলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার সাথে জগতের সম্পর্ককে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। কতদূর আমাদের ভাষার সীমা, কি আমরা বলতে পারি আর যা বলতে পারি না সে বিষয়ে কি করতে পারি তার একটা সুস্পষ্ট রূপ হ্বিটগেনস্টাইন দিয়েছেন তাঁর *Tractatus* গ্রন্থে, যেটি প্রচলিত কোন গ্রন্থের তুলনায় একেবারেই ভিন্নরূপে লিখিত। Philosophy কোন তত্ত্ব (theory) নয় তাঁর কাছে, বরং একটা কাজ (activity)। তবুও এটা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর লেখাগুলো থেকে এক বিশাল তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসর তৈরি হয়, কারণ এতটাই গভীর সেগুলোর আখ্যান।

হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে *Tractatus* গ্রন্থটি লিখেছেন, এটি তাঁর জীবদ্দশায় একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থও বটে। ভাষার সাথে জগতের একটি যৌক্তিক কাঠামো তিনি গড়ে তুলেছেন এই গ্রন্থে, যা নিয়ে আমি কিছুটা আলোচনা করব। তারপরে তাঁর দর্শনে ভাষা পরবর্তীকালে কোন্ দিকে বাঁক নিয়েছে তাও এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। তবে মূল যে জায়গা নিয়ে আমি আলোকপাত করার চেষ্টা করব তা হল কিভাবে ভাষা তার বিচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে, সাথে হ্বিটগেনস্টাইনের দর্শনে আমাদের শুশ্রূষা (therapy)-র যে একটা সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায় সেটিও দেখানোর প্রয়াস থাকবে এই প্রবন্ধে।

দার্শনিক সমস্যা বলে আদৌ কিছু কি আছে? হ্বিটগেনস্টাইনের মতে দার্শনিক সমস্যার সূত্র লুকিয়ে রয়েছে ভাষার মধ্যে, বিশেষ করে যখন ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যাহত হয় বা ভাষার ভুল ব্যাখ্যা হয়। তাহলে আমরা কিভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাব? যৌক্তিক ভাষার দ্বারা এটি সম্ভব হতে পারে। একটি কাঠামো হ্বিটগেনস্টাইন দিলেন *Tractatus* বইতে, যেখানে তিনি শুরু করলেন এই বলে,

"The world is all that is the case."[1]

এই বইতে যেটা লক্ষ্য করার ব্যাপার সেটা হল তিনি জগতকে বস্তুগুলির সমষ্টি না বলে ঘটনার সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বস্তু হচ্ছে অপরিবর্তনীয়, কিন্তু বস্তুগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে অবস্থান (configure) করে তার মাধ্যমেই ঘটনাক্রম (states of affairs) গড়ে ওঠে যা কিন্তু পরিবর্তনশীল।[2] এখন states of affairs আবার অনন্ত সম্ভাবনাময় হতে পারে। আমি এখন 'x' নামক জায়গায় রয়েছি, কিন্তু আমি এই সময় অন্য যেকোনো স্থানে থাকতেই

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

পারতাম। অসংখ্য সম্ভাবনার মধ্যে যেটা বাস্তবায়িত (actualized) হল সেটা ঘটনা রূপে চিহ্নিত হয়ে গেল। অর্থাৎ এখানে কিছু বস্তু নির্দিষ্ট অবস্থানে থাকার জন্য আমরা একটা ঘটনাকে পেয়ে যাচ্ছি। সমস্ত ঘটনার সমষ্টি রূপে জগৎকে পাওয়া যায় বলে ভিটগেনস্টাইন দাবী করছেন। K.T. Fann মনে করিয়ে দিচ্ছেন, *Tractatus*-এ দুইটি মূল প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে সেগুলো হলঃ (১) যুক্তিবিদ্যার প্রকৃতি কিরূপ? (২) ভাষা কেমনভাবে জগতের সাথে সম্পর্কিত? অর্থাৎ যুক্তি, ভাষা এবং জগৎ এই তিনটি বিষয় *Tractatus*-এর মূল উপজীব্য বিষয়।[3]

Tractatus Logico-Philosophicus বইটিতে একপ্রকার বচন যা খুব উল্লেখযোগ্য স্থান নিয়েছে সেটি হল মৌলিক বচন (elementary proposition)। আমরা যখন এই বইয়ের মধ্যে picture theory of meaning-এর কথা বলি সেখানে এই মৌলিক বচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এই ধারণাটির ওপরে অনেকখানি দাঁড়িয়ে রয়েছে picture theory of meaning-এর যৌক্তিক কাঠামোটি। সমস্ত বচনগুলি বচনের সত্যতার দিক থেকে মৌলিক বচনের সাথে সম্পর্কিত, এটি ভিটগেনস্টাইনের দাবী।[4] মৌলিক বচনকে ভাঙলে পাওয়া যাবে নাম যা আণবিক। নাম নির্দেশ করে বস্তুকে, বস্তুর নির্দিষ্টভাবে অবস্থিতি থেকেই গড়ে ওঠে ঘটনা। এইভাবে ভিটগেনস্টাইন একটা মডেলের রূপে ভাষা ও জগতের মধ্যে সম্পর্ক দেখিয়েছেন তাঁর *Tractatus* বইতে। এছাড়াও তিনি বলেছেন যে এমন কিছু দিগন্ত তার পরেও থেকে যায় যেগুলি সম্পর্কে আমরা truth-functional logic-এর দিক থেকে কিছু বলতে পারি না। কিছু বিষয় আমাদের কাছে অনির্বচনীয় হিসেবেই থেকে যায়, যেমন নীতিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, সৌন্দর্যতত্ত্ব ইত্যাদি। তাই বলে এগুলি যে অর্থহীন তা নয়, আবার এসব বিষয়ে যে যৌক্তিকভাবে কথা বলতে পারব তাও নয়। তিনি এই বলেই *Tractatus* বইটি শেষ করছেন যে, যা সম্পর্কে আমরা কথা বলতে পারি না তা নিয়ে চুপ থাকাই শ্রেয়।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা যে দার্শনিক শুশ্রূষার কথা বলছি তার একটি রূপ কিন্তু *Tractatus* গ্রন্থেও রয়েছে। আমাদের জীবনে আত্মা, অর্থহীনতা, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিরাচরিত ভাষার দ্বারা কিছু বলা যায় না, বরং সেগুলিকে দেখানো যায় যদি আমরা সমস্যাগুলি নিয়ে স্বচ্ছতা (clarity) আনতে পারি, এরকম দৃষ্টিভঙ্গি ভিটগেনস্টাইন নিয়েছেন *Tractatus* গ্রন্থে। আমি যখন জগতে আমার অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারব, জগতের সাথে আমার সম্পর্কের বিষয়ে স্বচ্ছ হতে পারব তখনই আমার পক্ষে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব হবে। এখানে আরেকটি যে বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন তিনি তা হল silence – আমরা যখন অস্থিরতা, অস্পষ্টতা থেকে শান্তি বা ভারসাম্যের দিকে উপনীত হই তখন আমরা নিঃশব্দ হই। তখন দার্শনিক সমস্যা বা জীবনের সমস্যা আসে না।[5] আমরা যেন শঙ্খ ঘোষের মত বলতে পারি, 'চুপ করো, শব্দহীন হও'।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভাষার বিচরণ ও দার্শনিক শুশ্রূষার ধারণাঃ Philosophical Investigations

এবারে কথা হল যে, চুপ করে থাকার মধ্যেও ভাষার সীমাকে অতিক্রম করার একটা সম্ভাবনা বা চাহিদা থেকে যায়। এ কথা হ্বিটগেনস্টাইন, এমনকি হাইডেগারও বলেছেন। এর সাথে যুক্ত হয় আরেকটি প্রশ্ন, ভাষার সাথে অর্থের এবং জগতের সম্পর্ক কেমন? এই প্রশ্ন হ্বিটগেনস্টাইনকে ভাবিয়েছে, আরও অনেককেই ভাবিয়েছে বা ভাবায়। ভাষা আমাদের চিন্তাভাবনা, মনোভাব ব্যক্ত করে, অন্যের সাথে ভাষার মাধ্যমেই আমরা যোগসূত্র স্থাপন করে থাকি। ভাষা কিভাবে অর্থপূর্ণ হবে তা নিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন যেভাবে *Tractatus* গ্রন্থে আলোচনা করেছেন তার থেকে অনেকটাই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে তাঁর *Philosophical Investigations* গ্রন্থটিতে, যেটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধে আমি দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাকে এমন একটি মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন যার দ্বারা আমাদের ধারণাগত সমস্যা বা অর্থ সংক্রান্ত দ্বিধার নিরাময় হয়। দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা এক অর্থে একটি অসুখের শুশ্রূষা করার সাথে তুলনীয়, একথা বলছেন হ্বিটগেনস্টাইন।[6] ভাষার সাথে জগতের যে ছবির মত সম্পর্ক তিনি *Tractatus*-এ দেখিয়েছেন তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের দর্শনে সেই ছবির স্বরূপ বদলে যাচ্ছে – এখানে *Investigations* যতটা বই তার চেয়েও বেশি যেন একটা অ্যালবাম। যে অ্যালবামে লেখক একজন শিল্পী, তুলির আঁচড় কাটছেন, স্কেচ করছেন, এক থেকে আরেক আঙ্গিকে তাঁর অনায়াস সফর চিন্তার জগতে একেকটা দিগন্ত উন্মোচন করে যাচ্ছে। একইসাথে এটাও লক্ষ্য করার বিষয়, এবার তিনি একা নন, তাঁর সাথে একজন interlocutor রয়েছেন, *PI* একটি অ্যালবাম এবং তার সাথে একটি সংলাপও।

দার্শনিক সমস্যা বলে কিছু থাকলে তা কিরকম? হ্বিটগেনস্টাইন বলছেন, ভাষার দ্বারা সমস্যার সৃষ্টি হয়, যখন ভাষা ছুটিতে যায় সেখানেই দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়।[7] ভাষায় আমরা কথা বলি, আবার ভাষাই আমাদের দিয়ে কথা বলিয়ে নেয়। দর্শনের বিবিধ বিষয় রয়েছে, সেগুলো বুঝতে গেলে ভাষা দিয়েই অনুধাবন করতে হয়। এখানে যেটা লক্ষ্যণীয়, হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাকে তার আধিবিদ্যক স্তর থেকে দৈনন্দিন স্তরে নিয়ে আসতে চাইছেন। এখানেই তাঁর দর্শনে শুশ্রূষা (therapy)-র প্রসঙ্গ আসে। এটা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে হ্বিটগেনস্টাইন কখনোই আমাদেরকে ভাষার এবং অর্থের একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিকের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চাইছেন না। এই আবদ্ধতা আমাদের কাছে দার্শনিক সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে যার মধ্যে থেকে বেরনো মুশকিল হয়ে পড়বে। দার্শনিক সমস্যা হয় ভাষাগত অথবা ধারণাগত, তাই এর উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা আসলে ভাষারই দ্বারস্থ হব। আমাদের বুদ্ধি কখনও কখনও একটা কুহকের জালে জড়িয়ে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, সেখান থেকে ভাষাই পারে আমাদের উদ্ধার করতে এবং ফিলসফির এই যুদ্ধে ভাষাই সেই অবধারিত মাধ্যম।[8]

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

ভাষার ব্যবহার বহুধাবিস্তৃত, বহুস্তরীয় হতে পারে হ্বিটগেনস্টাইনের মতে। তার জন্য তিনি যে রূপকের আশ্রয় নিয়েছেন তার নাম ভাষা-ক্রীড়া (language-game) যা নিজেও অনেক রকমের হতে পারে। তবে এই যে ভাষার বিভিন্ন প্রকার ব্যবহারের কথা বলছি তার জন্য কিন্তু ভাষার অর্থ ও তার ব্যবহারের কৌশল করায়ত্ত করতে হবে। শুধুমাত্র যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করলেই ভাষা অর্থপূর্ণ হয়ে যাবে না, তাকে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত (rule-governed) হতে হবে। তিনি বলছেন, ভাষা-ক্রীড়ার ধারণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে আরেকটি ধারণার সাথে যা হল জীবনের আকার বা জীবন যাপনের প্রেক্ষাপট (form of life)। এই রূপকগুলি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে হ্বিটগেনস্টাইনের স্কেচগুলি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে, যেগুলো তিনি *Philosophical Investigations* নামক অ্যালবামে এঁকেছেন। শুধু তাই নয়, এই বইটি তাঁর একধরণের ভ্রমণ বলা চলে, যেখানে তিনি বিভিন্ন দিগন্তে বিচরণ করেছেন। নতুন কোন theory দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল না, বরং এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে কিভাবে দার্শনিক সমস্যা অন্তর্হিত হয়।

হ্বিটগেনস্টাইন মন্তব্য করেছেন, "একজন দার্শনিকের কোন একটি প্রশ্নকে সেভাবেই বিচার করা উচিৎ যেভাবে একটা অসুখকে বিচার করা হয়।"[9] অসুখটা আমাদের ধারণার ভ্রান্তি, একইসাথে ভাষারও। আমরা যখন দর্শনচর্চা করব তখন চিন্তার কোন অসুখকে হয়ত সমূলে উৎপাটিত করতে পারব না, তাকে প্রকৃতির পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং হ্বিটগেনস্টাইন স্মরণ করাচ্ছেন যে অসুখের নিরাময় যদি ধীরেও হয় তাতে ক্ষতি নেই, কারণ সেরে ওঠাই আসল লক্ষ্য।[10] এই শুশ্রূষার পদ্ধতিটি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রশ্ন করে, সমস্যাগুলিকে যেভাবে দেখে আসা হয়েছে তার থেকে অন্যভাবে দেখতে শেখায়। আমরা মনে করে এসেছি যে ফিলসফি হচ্ছে সমস্ত বিজ্ঞানের রানি, এর চাহিদা হল সত্যের অনুধাবন করা। আমরা জানতে চাই "ভাষা কী", "বচন কী", "সত্যের স্বরূপ কেমন" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর। Chrispin Wright বলছেন, হ্বিটগেনস্টাইনের কাছে এইভাবে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে কোন গোপন সত্তা (essence) খুঁজে বেড়ানোটাই একটি ভ্রম। ভাষার ব্যবহারের গভীরে খনন না করে বরং ব্যবহারের দ্বারা যা অভিব্যক্ত হচ্ছে তাকে যথার্থ রূপে সাজানোর দিকেই আমাদের মনোনিবেশ করা উচিৎ, তাহলেই জটিলতার নিষ্পত্তি হবে।[11] এক্ষেত্রে আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে এই থেরাপি বা শুশ্রূষা আসবে grammar অর্থাৎ ব্যাকরণের মধ্যে দিয়ে; এক অর্থে *Philosophical Investigations* ভাষার ব্যাকরণগত অনুসন্ধান বা grammatical investigation-ও বটে। এই অনুসন্ধান নিহিত রয়েছে ভাষার ব্যবহারের মধ্যেই, যেটা আমরা না শিখলে ঠিকমত communicate করতে পারব না। আমরা কি কখনও বলতে পারব যে কোন একটি ভাষা একটি নির্দিষ্ট অর্থেই ব্যবহৃত হবে যেটি তার উৎস? আমরা আসলে ভাষাকে তার আধিবিদ্যক ব্যবহার থেকে পুনরায় তার দৈনন্দিন ব্যবহারের স্থানে নিয়ে আসি।[12]

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের দর্শনে যে therapeutic approach নিয়েছেন সেটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় তাঁর সার্বিক দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে। বাক্যের ব্যবহারের সাথে সাথে ভাষার অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপটকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব ভাষা এক চলমান প্রক্রিয়া, যেখানে কোন রহস্যময়তার আড়াল নেই। Forms of life এবং language-games এই দু'টি ধারণার দ্বারা তিনি আমাদের ভাষার বহুবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যবহারের কথা বলছেন। এক্ষেত্রে contextualism এক অর্থে আসছে, সাথে বাক্যের সাথে অর্থ কিভাবে configure করছে তারও প্রসঙ্গ আসে। সেই সূত্রেই grammar-এর অবতারণা করছেন হ্বিটগেনস্টাইন, যার সাথে আমাদের দার্শনিক বা ধারণাগত শুশ্রূষার সম্পর্কের ব্যাপারে আমাদের আলোকপাত করা প্রয়োজন।

আমরা যখন grammar নিয়ে আলোচনা করব সেখানে দুই ধরনের grammar সম্পর্কে অবহিত থাকা দরকার – (১) প্রতিভাত ব্যাকরণ (surface grammar), (২) গভীর ব্যাকরণ (depth grammar)। দু'টি বাক্যের সাহায্যে উদাহরণ দেওয়া যাকঃ

(১) আমি জানি তুমি কি ভাবছ।

(২) আমি জানি আমি কি ভাবছি।

আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত দু'টি বাক্যই সঠিক মনে হতে পারে। তবুও হ্বিটগেনস্টাইন কেন বলছেন যে প্রথম বাক্যটি ঠিক, দ্বিতীয়টি ভুল? একটু ভেবে দেখলে আমরা বুঝব যে আসলে হ্বিটগেনস্টাইন এখানে বাক্যের সত্যতা বা মিথ্যাত্বের দিক থেকে নয়, বরং ব্যবহারের দিক থেকে শব্দগুলির ব্যাকরণগত প্রয়োগ সঠিক না ভুল হচ্ছে সেটি তুলে ধরতে চাইছেন।[13] ভাষার গোলকধাঁধার মধ্যে আমরা অনেকসময়ই হারিয়ে যাই, কিভাবে তার ব্যবহার সঠিকভাবে করব না বুঝে আরও বেশি করে গোলকধাঁধার পথে চলে যাই। প্রথম বাক্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কোন একটি উক্তি করছি, তাকে উদ্দেশ্য করে। এখানে grammar-এর দিক থেকে সমস্যা নেই, কারণ এখানে বাক্যটির ব্যবহার সঠিক। যখনই আমি এই একই বিষয়ে নিজেকেই নির্দেশ করে কথা বলছি সেখানে আমি পৃথক বা নতুন কোন জ্ঞান দিচ্ছি না। এভাবে আমি প্রত্যাশা করছি যে আমি emphasis দিচ্ছি নিজের ভাবার বিষয়ের ওপরে, এবং এটি আমার মনোজগতের বিষয় বলে আমার দাবীর গুরুত্ব অনেক বেশি। আসলে আমি গোলকধাঁধার মধ্যে ডুবে অর্থ থেকেই আরও দূরে সরে যাচ্ছি। হ্বিটগেনস্টাইনের *Philosophical Investigations* এজন্যেই এক ধরনের grammatical এবং conceptual investigation কারণ এখানে তিনি meaning বা অর্থকে রহস্যের আড়ালে না রেখে যা সামনে আছে তাকেই দেখানোর প্রয়াসে ব্রতী। এক্ষেত্রে ব্যাকরণ (grammar), ধারণা (concept) তাঁর কাছে ভাষাকে অর্থপূর্ণ করার মাধ্যম বা method হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অথচ তিনি এগুলির মাধ্যমে নতুন কোন অর্থ দেখাতে চাইছেন

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

না, যা রয়েছে তাকেই নির্দেশ করছেন, এবং ভাষা ব্যবহারের সাথে মানুষের কার্যকলাপের মধ্যে যা ইতিমধ্যেই নিহিত রয়েছে তাকে অর্থবহ করছেন। গাণিতিক প্রয়োগের কঠোরতা (rigour) এখানে নেই, কিন্তু যা রয়েছে তা হল গণিতের অকপটতা এবং স্বচ্ছতা।[14]

যেটা উপলব্ধি করার বিষয় তা হল শুশ্রূষা (therapy) কিন্তু এক ধরনের নয়। পৃথক অসুখের জন্য পৃথক সেবা (treatment), তেমনই পৃথক দার্শনিক সমস্যার জন্য পৃথক পদ্ধতি (method) অবলম্বন করা উচিৎ।[15] হ্বিটগেনস্টাইন কোন এক নির্দিষ্ট theory বা thesis তৈরী করতে আগ্রহী ছিলেননা, সেটা তাঁর দর্শনে একাধিক স্থানে লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেটা উপস্থাপিত করতে চাইছেন তা হল ভাষার বিচরণ কোন এক জায়গায় সীমাবদ্ধ নয়, সে জীবনের আকার অনুযায়ী বিচরণ করে। সেখানে কিছু নিয়ম (rules) থাকে যা ভাষা ব্যবহারকারীকে guide করে, যেমনভাবে sign-post আমাদের guide করে। সমস্যা হয় যখন আমরা সঠিকভাবে নিয়মের অনুসরণ করি না, অথবা আমরা ধারণাগত ভ্রান্তির কবলে পড়ে ভাষার ভুল ব্যবহার করে ফেলি। হ্বিটগেনস্টাইনের দার্শনিক অনুসন্ধানে grammar আর therapy এখানেই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্যা হচ্ছে তিনি খুব সুচারুভাবে যেহেতু লেখেননি, তাই বিভিন্ন ইঙ্গিত বা রূপকের মাধ্যমে চেষ্টা করতে হয় তিনি কি বলতে চাইছেন। বিশেষত, আমরা যখন মানসিক সংবেদন সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলি তখন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, "আমার ব্যথা হচ্ছে" এই বাক্যটিতে ব্যথাকে নির্দেশ করা হচ্ছে যেটি আমার সংবেদন। এখন এই বাক্যে ব্যথাকে আমি যদি এভাবে দেখাতে চাই যা আমার অন্তরের বা মানসিক ক্রিয়ার অংশ যা আমার ব্যক্তিগত, কারণ এই ব্যথার অধিকারী আমি, তাহলে সেখান থেকে সমস্যার সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে আমরা P.M.S. Hacker-এর বক্তব্যকে অনুধাবন করলে বুঝব ভাষার ব্যাকরণের যদি স্বচ্ছ উপস্থাপন করা যায় তাহলে দ্বন্দ্বগুলি সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পারব।[16] আমরা যদি "আমার কাছে একটি কলম আছে" এই বাক্যটির সাথে "আমার ব্যথা আছে" একই অর্থে ব্যবহার করি তাহলে সমস্যার সূত্রপাত হবে। এই দু'টি বাক্যের মধ্যেই ownership-এর প্রসঙ্গ এসেছে, কিন্তু উভয়কে গুলিয়ে ফেললেই মুশকিল। যদি আমরা মনে করি "আমার ব্যথা আছে" এই বাক্যে আমি এমন কোন একটি অনুভূতিকে ধরতে চাইছি যা আমার ব্যক্তিগত, একই সাথে অন্যের থেকে গোপন সেটি এক প্রকার ধন্দের সৃষ্টি করবে। আমাদের চিরাচরিত ধারণা এরকমই হয়ে এসেছে যে আমরা যখন অর্থের সন্ধানে থাকি সেটি সহজে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না, কিছু না কিছু লুকোনো থাকেই। এই রহস্যময়তার আড়াল থেকে অর্থকে টেনে বার করাই এখানে উদ্দেশ্য। হ্বিটগেনস্টাইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের দর্শনে যেটি লক্ষ্যণীয় তা হল অর্থকে আমরা ভাষার ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই পাব, তাই অর্থের জন্য কাতর না হয়ে আমাদের দেখা উচিৎ ভাষা কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

লুকোনো কিছুই নেই প্রকৃত অর্থে, বরঞ্চ ভাষার ব্যবহার দেখিয়ে দেয় কিভাবে আমাদের অভিব্যক্তি ঘটে, এক অর্থে এটি আমাদের অভিব্যক্তিগুলির বর্ণনাকে বোঝায় যার সাথে বক্তারা ইতিমধ্যেই পরিচিত। তাহলে এখানে নতুন কোন যৌক্তিক অথবা ব্যাকরণগত আকারের আবিষ্কার হচ্ছে না, বরং আমরা তাকেই প্রকাশ করতে পারছি যার সাথে অর্থাৎ যে অভিব্যক্তিগুলির সাথে আমাদের পরিচিতি আছে। শুধু যেটা আলাদা করে অনুধাবন করার বিষয় তা হল আমরা একটা স্বচ্ছ অবস্থিতির মধ্যে উপনীত হতে চাইছি, যে স্বচ্ছতা না থাকলে আমাদের conceptual illness আরও বাড়তেই থাকবে। আমরা সেক্ষেত্রে বোতলবন্দী হয়ে পড়ব, আমাদের চিন্তাভাবনা বদ্ধ অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে থাকবে। ভাষার অর্থকে রহস্যের বা অতলান্তের গভীরতা থেকে বের করার সাথে সাথে ভিটগেনস্টাইন আমাদের ধারণাগত অসুখের শুশ্রূষাতেও ব্রতী, যে অসুখ আমাদের দর্শনকে খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখে। সে কারণেই তাঁর মতে দর্শনের লক্ষ্য সেটাই যা একটি বোতলের মধ্যে বন্দী থাকা পতঙ্গকে বোতল থেকে নিষ্কৃতির রাস্তা দেখায়।[17]

আমরা প্রায়শঃ বিভিন্ন দার্শনিক ধারণার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা (explanation) করার রাস্তা নিই, কিন্তু ভিটগেনস্টাইন বলছেন philosophy কোন কিছু যোগ করে না, কোথাও থেকে বিয়োগও করে না – এর কাজ শুধু সবকিছু যে অবস্থায় আছে তাদের সেরকমভাবেই রেখে দেওয়া। তাই যা কিছু গোপন, চোখের আড়ালে রয়েছে তা নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই।[18] আমরা যত রহস্যাবৃত বা ঘনীভূত করতে যাব ততই একটা গোলমেলে অর্থহীন অবস্থার দিকে যাব। সুতরাং তিনি যেটা করতে চাইছেন তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের দর্শনে তাকে একদিক থেকে অর্থের demystification বলা যেতে পারে। তাই বলে কি তিনি philosophy ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করছেন? তা কিন্তু নয়। তিনি চাইছেন দর্শন যেন আমাদের ধারণার জগতে জমে থাকা পুঞ্জীভূত মেঘকে সরিয়ে দিয়ে স্বচ্ছতা আনে। তিনি দর্শনকে স্থাপত্যবিদ্যার সাথেও তুলনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই দার্শনিক কাজ স্থাপত্যের কাজের সাথে তুলনীয়, যেখানে ব্যক্তি নিজের ধারণাগুলির ওপরে, দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে ক্রমাগত অনুশীলন করে চলে।[19] এই অনুশীলনের সততা তার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও পরিশীলিত করে।

মানুষ যখন কথা বলে সে শুধু কথা বলে না, সে তখন কোন না কোন একটা কাজের অংশীদার হয়ে পরে, যেটা তার জীবনের আকার বা প্রেক্ষাপট।[20] এই জীবনের আকার বা form of life-এর ধারণাটির সাথে যে ভাষা-ক্রীড়ার ধারণা জড়িয়ে আছে তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে ভাষার অনাবিল বিচরণ। আমরা এ থেকেই বুঝতে পারি যে কেন ভিটগেনস্টাইন ভাষার অর্থকে কখনওই বদ্ধ জলাশয়ের মত করে দেখতে চাইছেন না, কেন তিনি দেখাচ্ছেন আমরা যখন ভাষার grammar উপলব্ধি করি তখন আমরা অর্থকেও উপলব্ধি করতে সক্ষম হই এবং ভাষাকে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের সাথে অর্থকেও খুঁজে পাই। এখানে অকারণ ধাঁধার আশ্রয় নেননি

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

তিনি, বরং ধাঁধা থেকে বেরনোর পথের কথাই বলেছেন। তবে এই কাজটি যে খুব সহজ তাও নয়। তিনি ব্যাখ্যার (explanation) পথ থেকে সরে এসে বর্ণনার (description) পথ নিচ্ছেন, যা রয়েছে তারই বর্ণনা। তবে এই পথে এসে দার্শনিক যে common sense ধারণাগুলির জগতের সাথে পরিচিত হবেন তার জন্য সেই দার্শনিককেও নিজের মধ্যে ধারণাগত অনেক অসুখের সাথে লড়তে হবে, সেগুলোর প্রতিকার করতে হবে।[21] সেই অন্বেষণে ভাষাই হয়ে উঠবে মাধ্যম, language-game এবং form of life উভয় ধারণার উপলব্ধি আমাদের কাছে দর্শনকে আমাদের ধারণাগত অসুখের শুশ্রূষা রূপে বোধগম্য করে উঠতে সহায়ক হবে। J.F. Peterman মনে করেন form of life বা জীবন যাপনের আকার আমাদের সামনে যে প্রেক্ষাপট আনে তার সাথে agreement হলে ব্যক্তি সুখী থাকবে, অন্যথায় নয় – এরকম শিক্ষা আমরা হ্বিটগেনস্টাইনের দর্শনে পাই।[22] তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে তিনি *Tractatus*-এও সুখী ও অসুখী মানুষের জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এক্ষেত্রে সুখী হওয়া বলতে স্বল্পেতে সুখী বা নৈতিক দৃষ্টিতে সুখী হওয়াকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কেন এই শুশ্রূষাঃ হ্বিটগেনস্টাইনের দার্শনিক যাত্রার তাৎপর্য

দর্শনকে যদি আমরা শুশ্রূষা বা নিরাময়ের মাধ্যম হিসেবে দেখি তাহলে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোকিত হতে পারে। আমরা যখন কোন বস্তুকে বা ঘটনাকে দেখি তখন কি শুধুই ক্যামেরার মত তার দিকে focus করে দেখি? আমরা তো শুধু কিছু তথ্য বা ঘটনাপ্রবাহের ওপরে নির্ভর করে দেখি না, সেখানে বহু প্রকার প্রসঙ্গ, ব্যক্তিগত ইতিহাস, অনুমান, কল্পনার উড়ান জড়িয়ে থাকে। সেখানে যে দেখা তা হয়ে ওঠে seeing-as, যাকে হ্বিটগেনস্টাইনের প্রেক্ষিতে দেখলে aspect perception বলা যায়। ভাষার যেমন বহুধাবিস্তৃত ব্যবহার, তেমনই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিরও শেষ নেই, এর ব্যাপ্তির পরিধি বিচিত্র ও বিশাল।[23] আমাদের কোন বস্তুকে দেখার অর্থ শুধু চোখ দিয়ে দেখাই নয়, সেখানে যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে তাকে উপলব্ধির প্রয়াসও এই প্রত্যক্ষের মধ্যে পড়ে। প্রত্যক্ষের মত অর্থও অভিজ্ঞতার নিরিখে প্রস্ফুটিত হয় – যা চোখে দেখা যায় তার থেকে আরও কিছু বেশি থাকে অর্থের অনুধাবনের সময়। আমরা জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে অর্থের উপলব্ধি করি, আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রূপে অর্থ জড়িয়ে থাকে। তার মধ্যে যে একে অপরের সাথে যোগাযোগ কখনও সমস্যায় পড়ে না তাও নয়, কারণ কোন কিছুর প্রত্যক্ষের অথবা অর্থকে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতার মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা থেকে যায়।[24] তার পরেও আমরা একে অপরের সাথে যোগাযোগ করি ভাষার মাধ্যমে, আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি।

হ্বিটগেনস্টাইনের লেখাগুলো থেকে বোঝা যায় ভাষা যদি ব্যবহৃত না হয় তাহলে সেটা ফসিলের মত মৃত অবস্থায় থেকে যাবে, শুধু ব্যবহারই ভাষাকে অর্থপূর্ণ করে তোলে। তার জন্য অবশ্যই

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

সেই জীবনের আকারের মধ্যে সহমত থাকা দরকার, সেই ভাষার ব্যবহার ও অনুধাবনেরও প্রয়োজন। আসলে আমরা বিভিন্ন সময়েই ভাষার জালের মধ্যে পড়ে যাই, সেখান থেকে পরিত্রাণ খুঁজি। এই বেড়াজাল আমাদের মনোগত বা ধারণাগত অসুখ – আমরা ভেবেই ফেলি আমাদের প্রতিটি মানসিক অবস্থা বা অভিব্যক্তির কোন না কোন একটি নির্দেশক বস্তু রয়েছে। সেই বস্তুর দ্বারা আমরা অর্থ বা meaning-এর অন্বেষণ করতে প্রয়াসী হই। এটিকেই হ্বিটগেনস্টাইন বলছেন এক ধরনের অসুখ, আর এই অসুখকে সারানোই দার্শনিকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। আবার মজার ব্যাপার হল, এই অসুখ সেরে গেলে দার্শনিক সমস্যাও দূরীভূত হয়ে যাবে। আমরা পৌঁছব সম্পূর্ণ স্বচ্ছ অবস্থানে। যদি দার্শনিক সমস্যার সমাধান নাও হয়, সেক্ষেত্রে তা বিলীন (dissolve) করে দিতে হবে। তবে এই পথ যে সহজ তা নয়। দর্শন বা কিছু তত্ত্ব (theory) আমাদের জীবনকে বদলে দিতে পারে না যদি না আমরা নিজেরা নিজেদের কাজের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তন আনি। Allan Janik মনে করেন এই শিক্ষা আমরা হ্বিটগেনস্টাইনের চিন্তাধারায় পেয়ে থাকি।[25]

ফ্রয়েডের মত হ্বিটগেনস্টাইনও একটি therapeutic পদ্ধতির অবলম্বন করেছেন, যদিও তার প্রকৃতি অনেকটাই পৃথক। *Philosophical Investigations* গ্রন্থটি একটা সংলাপের মাধ্যমে এই therapy এগিয়ে নিয়ে যায়, যেখানে লেখক শুধু একাই নন, তাঁর সাথে যেন আরেকজন রয়েছেন যিনি বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করে চলেছেন। অসুখ অনুযায়ী শুশ্রূষা করার কথা বোঝানো হচ্ছে, এবং এই শুশ্রূষার পদ্ধতি কোন বিচ্ছিন্ন অবস্থান নয় – এর মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতি ও ভাষার গভীরতা সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ফ্রয়েডের সাথে সাদৃশ্য হচ্ছে হ্বিটগেনস্টাইনও মনে করেন আমরা ভুলভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে ও সেগুলো থেকে শেখার মাধ্যমেই এগিয়ে চলি। দু'জনের পার্থক্য এখানেই যে ফ্রয়েড একটা সাধারণীকরণের মধ্যে দিয়ে একটা সামগ্রিক তত্ত্ব (theory) প্রবর্তন করেছেন, সেখানে হ্বিটগেনস্টাইন কোন একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি (method) অবলম্বন না করে শুশ্রূষার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি বা method দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। *Philosophical Investigations* আদতে কোন সমাধান প্রদান করেনি, বা কোন নতুন আবিষ্কার করেনি, হ্বিটগেনস্টাইন এখানে বিভিন্ন ধরনের শুশ্রূষার উদাহরণ দিয়েছেন এবং বাকিটুকু পাঠকের হাতে অর্পণ করেছেন।[26]

সিদ্ধান্ত

এই প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অসুখ থাকে বলেই তার শুশ্রূষার প্রশ্ন আসে। হ্বিটগেনস্টাইনের দার্শনিক জীবনের প্রথমার্ধ থেকে শেষ অবধি আমরা দেখতে পাই যে মানুষ কিভাবে জগতের মধ্যে থেকে নিজের অবস্থান তৈরী করে; জগতের সাথে ভাষার মাধ্যমে মানুষ কিভাবে সম্পর্কস্থাপন করে তিনি তার স্কেচ এঁকেছেন। তিনি বিস্ময় প্রকাশ

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

করছেন জগতের অস্তিত্ব রয়েছে সে ব্যাপারে, এবং এই বিস্ময় আমাদের চালনা করে জগতকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে।

এই সূত্রেই এটাও আমরা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে আক্ষরিক বা রূপকার্থে দার্শনিকদের অসুখ রয়েছে, সেই অসুখগুলো চিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন, আবার কেন সেই অসুখের চিকিৎসা বা therapy প্রয়োজন তাও আমাদের অবগত হওয়া উচিত। একইসাথে, আমাদের এও জানা দরকার যে কিছু pseudo-problem যেন আমাদের ঘিরে না ধরে, সেক্ষেত্রে সেই ধরণের সমস্যাকে সমাধানের পরিবর্তে dissolve করার দিকেই প্রয়াস করতে হবে।[27] হ্বিটগেনস্টাইনের প্রথম পর্যায়ের দর্শনে এই চিন্তার ছাপ পাওয়া যায়, তবে আমার মতে এর পূর্ণ বিকাশ তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের দর্শনে হয়েছে – যেমন *Philosophical Investigations*, *Culture and Value* এই গ্রন্থগুলিতে। এক্ষেত্রে এটাও আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই প্রবন্ধের মাধ্যমে যে অসুখ যেমন বিবিধ রকমের হয়, শুশ্রূষাও তেমনই অসুখের প্রকৃতি অনুধাবন করে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন সেজন্যেই বলছেন আমরা এরকম ধরে নিতে পারি না যে একটিই নির্দিষ্ট philosophical method রয়েছে, বরং অনেকগুলি philosophical methods রয়েছে। তাঁর বিভিন্ন aphorism এবং metaphor থেকে এটাও উপলব্ধি করা যায় যে সত্যিকারের দার্শনিক সমস্যার প্রকৃতি কিরকম, এবং এমন অনেক ছদ্ম-সমস্যাও রয়েছে যার পেছনে আমাদের সময় নষ্ট করার কোন অর্থ নেই।

আমাদের পাঠ শুধু এই বই বা হ্বিটগেনস্টাইনের অন্যান্য লেখার মর্মার্থ উদ্ধার করতে তো সাহায্য করবেই, সাথে নিজেদের মননশীলতাকেও সমৃদ্ধ করবে এটুকু নিশ্চিত। বিরাট দার্শনিক তত্ত্ব উন্মোচনের থেকেও আমাদের ধারণার পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা অসুখগুলোর শুশ্রূষা, যা ভাষার বিভিন্ন আঙ্গিকে বিচরণের উপলব্ধির দ্বারা সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে এই শিক্ষাই হ্বিটগেনস্টাইনের লেখায় আমরা পাই। ভাষার সাথে জগতের সম্পর্ক, সেখানে মানুষের অবস্থান, ভাষার ব্যবহারের সাথে অর্থপূর্ণতার বিষয় এগুলি যেভাবে কিছু অনন্য রূপকের দ্বারা হ্বিটগেনস্টাইন তুলে ধরেছেন তার পাঠ ও উপলব্ধি স্বয়ং একটি শুশ্রূষা। দর্শনের ইতিহাসে তাই এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

References

1. Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus*, Trans. D.F. Pears & B.F. McGuinness. London and New York: Routledge, 1974. § 1
2. Wittgenstein, Ludwig. *Tractatus Logico-Philosophicus, TLP* § 2.0271, § 2.0272
3. Fann, K.T. *Wittgenstein's Conception of Philosophy*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1971. p. 5

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

4. *Ibid.* p. 17

5. Peterman, James F. *Philosophy as Therapy: An Interpretation and Defense of Wittgenstein's later Philosophical Project*. Albany: State University of New York Press, 1992. pp. 15-17

6. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1972. § 255

7. Ibid. § 38

8. Ibid. § 109

9. Ibid. § 255

10. Wittgenstein, Ludwig. *Zettel*. Eds. G.E.M. Anscombe and G.H. von Wright. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1967. § 382

11. Chrispin, Wright. *Rails to Infinity: Essays on Themes from Wittgenstein's Philosophical Investigations*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001. p. 436

12. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1972. § 116

13. Binkley, Timothy. *Wittgenstein's Language*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. p. 87

14. Ibid. p. 88

15. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1972. § 133

16. Hacker, P.M.S. *Wittgenstein's Place in Twentieth-century Analytic Philosophy*, Oxford: Blackwell Publishers, 1996. pp. 107-108

17. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1972. § 309

18. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1972. § 126

19. Wittgenstein, Ludwig. *Culture and Value* (Revised 2nd edition), Eds. G. H. von Wright, H. Nyman and A. Pichler. Trans. P. Winch. Oxford: Blackwell, 1998. p. 24e (MS 112 46: 14.10.1931)

20. Wittgenstein, Ludwig. *Philosophical Investigations*. Eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees. Trans. G.E.M. Anscombe. Oxford: Blackwell, 1972. § 23

21. Wittgenstein, Ludwig. (Revised 2nd edition), Eds. G. H. von Wright, H. Nyman and A. Pichler. Trans. P. Winch. Oxford: Blackwell, 1998. p. 50e (MS 127 76r: 1944)

22. F. Peterman, James. *Philosophy as Therapy: An Interpretation and Defense of Wittgenstein's later Philosophical Project*. p. 110

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

23. Genova, Judith. *Wittgenstein: A Way of Seeing*. New York & London: Routledge, 1995. p. 76
24. Ibid. p. 76
25. Janik, Allan. “Wiltgenstein's critical hermeneutics: from physics to aesthetics” In Ludwig Nagl, Eds. Chantal Mouffe, *The Legacy of Wittgenstein: Pragmatism or Deconstruction*, Franfurt am Main: Peter Lang.
26. Binkley, Timothy. *Wittgenstein’s Language*. The Hague: Martinus Nijhoff, 1973. pp. 124-125
27. Fischer, Eugen. “Diseases of the Understanding and the Need for Philosophical Therapy.” *Philosophical Investigations*. Vol. 34:1, January 2011

© 2023 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore